Samina Naaz
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester-IV CC-8

৪

ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁস

ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার বহু বিচিত্র প্রচেষ্টা ও কীর্তিগুলিকে সে যুগের নবজাগৃতি বা রেণেসাঁস রূপে বর্ণনা করে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন বহু ঐতিহাসিক। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে নবজাগরণ বা রেণেসাঁস শব্দটি অতি ব্যবহৃত। কোনো যুগের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের বিশেষণরূপে শব্দটির প্রয়োগ মাত্র পাঠকের মনে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় রেণেসাঁসের স্মৃতি তার বিপুল ও বর্ণাঢ্য সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয় এবং উভয়ের তুলনা ও প্রতিতুলনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ তথ্য অনস্বীকার্য যে ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের রেণেসাঁসের ক্ষেত্রটি ছিল অপরিসর, সঙ্কীর্ণ। নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা সমাজের অভিজাত শ্রেণীকেও সামগ্রিকভাবে স্পর্শ করেনি, উদ্বুদ্ধও করতে পারেনি। মূলত যাজক সম্প্রদায় এবং ফ্রাঙ্ক রাজসভাতেই আবদ্ধ ছিল এ যুগের জ্ঞান ও শিল্পচর্চার ক্ষীণ স্রোতধারাটি। সমগ্র ইউরোপের মাত্র কয়েক শত যাজক সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তারের এই আন্দোলনে। ঐতিহাসিক হেনরী পিরেণ (আঁরি পিরেণ) তো এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে একে 'অধঃপতন' বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে, তাঁর মতে, যাজক সম্প্রদায়ের বাইরেও বেশ কিছু শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক চেতনা-সম্পন্ন গৃহী মানুষের সন্ধান পাওয়া যেত। কিন্তু এ কথা ভুললে অন্যায় হবে যে পূর্ববর্তী প্রায় চারশো বছরের অনিশ্চয়তা পার হয়ে ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে ইউরোপীয় সমাজ নতুন ভিত্তির উপর গড়ে উঠছিল। জ্ঞানানুশীলনে ব্রতী হবার মতো মানুষ এবং অবসর — দুয়েরই অভাব থাকা এই সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ইতালীয় রেণেসাঁসের সঙ্গে ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগৃতির মৌলিক পার্থক্যই এই যে নবম শতকের এষণা ছিল মূলত খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টান যাজকসম্প্রদায়-কেন্দ্রিক। ফলে স্বাভাবিক কারণেই হেলেনিক সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা অনীহা এর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। পোপ প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪) এবং তুর্ (Tours)-এর গ্রেগরীর

সময় থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল যে, অখ্রিস্টান, ধ্রুপদী সাহিত্য ও শিল্পচর্চা, গ্রীক মানবতাবোধ এবং সুন্দরের আরাধনার পরমোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ মানুষকে খ্রিস্টীয় আদর্শচ্যুত করতে পারে। কিন্তু হেলেনিক সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করলওে লাতিন সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে এ সময়কার পণ্ডিতদের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। খ্রিস্টীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রসারের জন্য লাতিন শেখা ছিল আবশ্যিক, অথচ শুধুমাত্র ব্যাকরণ পাঠে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না লাতিন সাহিত্যরথীদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সুতরাং ধ্রুপদী সাহিত্যের খণ্ডিত এবং সীমিত আরাধনাতে, শুধু লাতিন সাহিত্য পঠন-পাঠনেই সন্তুষ্ট ছিলেন নবম শতাব্দীর মনীষীবৃন্দ। এর ফলেই ইতালীয় রেণেসাঁসের বলিষ্ঠ মানবতাবোধ, বীক্ষণশীলতা ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের ক্ষেত্রে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন, এবং প্রায়শ অমৌলিক এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন মানব-আত্মার দুরন্ত আবিষ্কার-ধর্মিতা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ যুগের পণ্ডিতগণ শিল্প-সাহিত্যের নবদিগন্ত অন্বেষণে অথবা নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের স্বরূপ উদঘাটনের দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হননি। তাই মাঝারি মাপের পণ্ডিত র‍্যাবানাসই (Rabanus Maurus) হয়ে উঠেছিলেন এ যুগের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি। তা ছাড়া বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে স্থায়ী হতে পারেনি। আর শেষ পর্যন্ত, সম্রাট শার্লমানের ঐকান্তিক অভিলাষ সত্ত্বেও, এই শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলনকে যাজক সম্প্রদায়ের বাইরে প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শুধু এই কারণেই কুণ্ঠিত উল্লেখে অথবা কৃপণ বর্ণনায় ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসকে উপেক্ষা করা অনুচিত। শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার শুভারম্ভ হিসেবেই এই নবজাগরণ স্মরণীয়।

বলা বাহুল্য, ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লোকনায়ক শার্লমান। অখ্রিস্টান জাতিগুলির বিরুদ্ধে সফল সমর অভিযান যেমন তার রাজকীয় ব্রতের অংশ ছিল, তেমনি শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নে সদা তৎপর ছিলেন স্বল্প-শিক্ষিত এই ফ্রাঙ্ক নৃপতি। দেশ জয়ে, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ফ্রাঙ্কদের নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের জন্য সমসাময়িক সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্রে তাঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট রূপে অভিনন্দিত হয়েছেন। সেই ভূমিকার যোগ্য হয়ে ওঠা ছিল তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। অন্তত শার্লমান তাই মনে করতেন। এ কারণে সম্রাটের প্রেরণা-সঞ্জাত এই রেণেসাঁস ছিল ধর্মকেন্দ্রিক এবং ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্র নির্দেশিত। প্রসঙ্গত এ তথ্যও স্মর্তব্য যে, ফ্রাঙ্ক জাতি প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার স্বাভাবিক ফলরূপে ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের আবির্ভাব হলেও এ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ছিল আরোপিত ও কৃত্রিম। স্বীয় বিদ্যানুরাগ, সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা এ আন্দোলনকে পুষ্ট, ব্যাপক এবং দীপ্ত করে রাখার মতো মনীষীর একান্ত অভাব ছিল ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে। সে কারণে ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগৃতির উজ্জ্বলতম নায়কেরা অধিকাংশই ছিলেন আমন্ত্রিত বিদেশী।

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের কিছু অধিবাসী এবং কিছু বহিরাগতদের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল মহাদেশের এই প্রথম রেণেসাঁস। প্রধানত রোমই তৈরি করে দিয়েছিল এই সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। রোমান সংস্কৃতি-প্রভাবিত বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে এসেছিলেন স্পেন ও ইতালী থেকে। আবার রোমান প্রভাবমুক্ত কয়েকটি দেশ (যেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রসারের সঙ্গে ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রভাব গিয়ে পড়েছিল, যেমন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ) থেকেও বহু বিদ্বান ব্যক্তি অংশ নিয়েছিলেন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। যে রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো এবং আশ্রয় ছাড়া এই রেণেসাঁস সম্ভব হতো না তা তৈরি করেছিল ফ্রাঙ্করা, আর স্পেন বাদে পূর্বে এল্‌ব পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের অংশীদার হয়েছিল। শার্লমানের উদার এবং আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতালীর পিসা থেকে এসেছিলেন পিটার। ৭৭৪ খ্রিঃ লোম্বার্ড রাজ্য জয়ের সূত্রেই শার্লমান তাঁর শিক্ষককুলের প্রথম, পিসার প্রবীণ ডেকণ, পিটারের সাক্ষাৎ পান। কবিতা রচনায় ব্যর্থ কিন্তু সুদক্ষ বৈয়াকরণ পিটারের কাছেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। রাজকুলোদ্ভব ছাত্রের জন্য অতি সরল একটি লাতিন ব্যাকরণ রচনা করেন পিটার। দু-তিন বছর পরে পিটারের সঙ্গে যোগ দেন ফ্রিউলির পউলিনাস। বৈয়াকরণ এবং কবি হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁর প্রকৃত গুণপনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ধর্মতত্ত্ব আলোচনায়। পল দ্য ডেকন, ভিসিগথ থিওডুল্‌ফও ছিলেন পরদেশী। আর শার্লমানের প্রধান সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পণ্ডিত আলবিন বা আল্‌কুইন এসেছিলেন সাগর পারের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না আলকুইন। কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টা, দূরদৃষ্টি এবং কর্মনিষ্ঠার জন্য তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের প্রবলতম প্রেরণা।

ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের সঙ্গে যুক্ত এইসব মনীষীরা মৌলিক কোনো চিন্তার প্রবর্তনে বা ভাবরাজ্যের অনালোকিত কোনো দিক সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশের চেষ্টা করেনি। নতুন কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টির চেয়ে পুরোনো এবং লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের সংরক্ষণে নিমগ্ন ছিলেন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সব পণ্ডিত। শিক্ষা-সংস্কৃতির এই নব জাগৃতির শুরুতে দেখা যায় উপযুক্ত গ্রন্থ, পুথিপত্রাদির দুর্লভতা। লিসিউ (Lisieux)-এর বিশপ সখেদে অনুযোগ করেছিলেন যে, তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলে একটি অখণ্ড বাইবেলের সন্ধানও তিনি পাননি। ৭৯৬ খ্রিঃ তুর্‌ (Tours)-এ অবতরণ করার পর আলকুইন শার্লমানকে লিখেছিলেন যে তাঁর স্বদেশে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাঁর শিক্ষাদীক্ষায় সহায়তা করেছে তার কিছুই তিনি ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে দেখতে পাননি। ইংলন্ড থেকে কিছু পুথি, পাণ্ডুলিপি আনার ব্যাপারে তিনি ফ্রাঙ্ক শাসকের সহায়তা চেয়েছিলেন। তা ছাড়া রোম থেকে পোপ গ্রেগরী দ্য গ্রেটের পত্রাবলী সংগ্রহের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। রেকিয়ে (Requier)-এর অ্যাবট, সুহৃদ

এঞ্জিলবার্টের কাছ থেকে জরডানেস (Jordanes)-এর 'গথদের ইতিবৃত্ত' ঋণ হিসেবে তিনি ভিক্ষা চেয়েছেন, প্রাক্তন ছাত্র ত্রিভের (Trives) আর্চ-বিশপ রিক্‌বডকে অনুরোধ করেছেন প্রয়োজনীয় কিছু পাণ্ডুলিপি পাঠাতে। সুবিস্তৃত পরিচিতির সাহায্যে অক্লান্ত-কর্মী আলকুইন এক বছরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্রন্থ সংগ্রহে সফল

খ্রিস্টান সন্ন্যাসী পাণ্ডুলিপি রচনারত

হয়েছিলেন। ক্যারোলিঞ্জীয়দের শিক্ষার উপকরণ এইভাবেই সংগৃহীত হয়েছে ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ইতালীর বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র থেকে। আলকুইন ছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতেরাও লাতিন সাহিত্য ও খ্রিস্টান ধর্ম-সাহিত্যের যথোপযুক্ত রক্ষাণাবেক্ষণ এবং অনুশীলনে নিবিষ্ট ছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কিত দিকটিই — যেমন প্রাচীন পুঁথিগুলির সম্পাদনা, অনুলিখন প্রভৃতি — তাঁদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এভাবে শুধু বাইবেল বা আদি আচার্য, জেরোম, অগস্টাইন, মহাত্মা গ্রেগরীর রচনাবলীই নয়, বোয়েথিয়াস,

ভার্জিল ও অপর ধ্রুপদী সাহিত্যিকদের রচনা-সম্ভার তাঁদের অনলস প্রচেষ্টায় ভাবীকালের জন্য অবিকৃতরূপে রক্ষিত হয়েছিল।

ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসে শুধু যে পঞ্চদশ শতকের ইতালীর রেণেসাঁসের বলিষ্ঠ মানবতাবোধ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি, উদার, মুক্ত মনের অভাব অনুভূত হয় তাই নয়, এর পরিসর ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কেবলমাত্র ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই নবজাগরণ, ইউরোপের বাকি কোনো অংশে এর আলো এসে পড়েনি। অবশ্য এই স্থানিক সীমাবদ্ধতার ফলেই ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের মধ্যে একটা ঘনত্ব ও সংহতি লক্ষ্য করা যায়। তারই ফলে একই চেহারা নিয়ে মঠ ও সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশেও এই আন্দোলন পৌঁছতে পেরেছিল। বৈচিত্র্য ও অপর্যাপ্ততার মধ্যে মূল সুরটি হারিয়ে যায়নি।

এই রেণেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র ছিল শার্লমানের প্রাসাদ-সংলগ্ন বিদ্যালয়, যেটি সম্রাটের ঐকান্তিক ও অনলস চেষ্টায় প্রাণবন্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখান থেকেই উৎসারিত হতো সেই প্রেরণা যা জার্মানী ও গলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। এখানে প্রধান সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যে কোনো বালকের জন্য অবারিত ছিল এই রাজকীয় বিদ্যালয়ের দ্বার। সম্রাটের পরিমণ্ডলের এই সব আমন্ত্রিত, বিদেশী পণ্ডিতদের সহায়তায় সকলেই ছিলেন উদারহস্ত। নর্দামবিয়ার সন্তান পণ্ডিত আলকুইন ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। মৌলিক কোনো রচনার জন্য যশস্বী না হলেও আলকুইন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ও তীক্ষ্ণ মেধার জন্য কৃতী শিক্ষকরূপে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা, পাঠ্যপুস্তক, চিঠিপত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির উপর তাঁর টীকা ও নিবন্ধগুলির মধ্যে দক্ষতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। শার্লমানের অনুরোধে সমগ্র সাম্রাজ্যে ব্যবহারের জন্য আলকুইন বাইবেল-এর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদনা করেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না আলকুইন কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা, উদ্যম ও কর্মনিষ্ঠার ফলেই যে ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁস সফল হয়েছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বকালকে অতিক্রম করে, সুযোগ্য ছাত্র এবং সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আলকুইন-এর প্রভাব প্রবহমান ছিল বহুদিন। র‍্যাবানাস মৌরস এবং ফুলদায় (Fulda) অবস্থিত অ্যাবির কর্মতৎপরতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় দশম শতাব্দীর অটোনীয় রেণেসাঁসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফ্রান্সে তাঁর শিষ্য, ফেরিয়েরে (Ferrieres)-এর অ্যাবট অলড্রিক (Aldric) গুরুর আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন ছাত্র লুপ (Loup)-এর মধ্যে। লুপ-এর পর আলকুইনের মহৎ আদর্শ এবং প্রেরণা অবিচ্ছিন্ন ধারায় হেরিক [সেঁ জ্যাঁর্মে দোকেসর (St. Germin d' Auxerre)-এর সন্ন্যাসী], হাকবল্ড (Hucbald) মারফত পৌঁছায় ক্লুনির বিখ্যাত অ্যাবট ওদো (Odo)-র জীবনে। ওক্স্যের

(Auxerre), রেমি (Remi) র‍্যাঁস, (Rheims)-এর বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন করে তিনি পরবর্তীকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত গারবার্টের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলেন।

আলকুইন-এর জীবনের শেষ বছরগুলি Vulgate Bible-এর একটি শুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদনায় অতিবাহিত হয়। তা ছাড়া ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর তাঁর রচনা সমসাময়িক বিদ্যোৎসমাজে প্রামাণ্য বলে সম্মানিত হয়েছিল। আলকুইনের শিষ্য র‍্যাবানাস গুরুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ঐ বিষয়গুলির উপরেই পূর্ণতর ও সমৃদ্ধতর রচনায় যশস্বী হন। শার্লমানের রাজকীয় বিদ্যালয়ের অপর এক গুণী — লোম্বার্ড পল দ্য ডেকন রচিত 'লোম্বার্ডদের ইতিহাস' বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল এ কারণে যে, এ গ্রন্থে বিধৃত আছে বহু লোম্বার্ড উপকথা ও কাহিনী। লোম্বার্ডদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য। তা ছাড়া শার্লমানের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে তিনি যে রোমের ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন তা রোমের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক-রাজসভার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ৮০০ খ্রিস্টাব্দের অভিষেক অনুষ্ঠানের উপর এই গ্রন্থের পরোক্ষ প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। পল দ্য ডেকনের লেখা মেজ্ (Metz)-এর বিশপদের ইতিহাস পরবর্তীকালে শিক্ষিত মহলে পরমাদৃত হয়েছিল। শার্লমানের রাজসভা থেকে বিদায় নেবার পরেও তাঁর সঙ্গে সম্রাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। দূর থেকে তিনি ফ্রাঙ্ক শাসককে উৎসাহিত করেছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুনতর পদক্ষেপের জন্য।

এইসব পণ্ডিতের অক্লান্ত এবং আন্তরিক চেষ্টার ফলে সুদীর্ঘকালের জন্য লাতিন ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল এবং এই ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি বিভিন্ন মঠ ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবর্তীকালের ব্যাপকতর অনুশীলন এবং চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। ফ্রাঙ্ক রাজসভার সর্বোত্তম কবিরূপে অভিনন্দিত ভিসিগথ থিওডুল্‌ফ এসেছিলেন পিরেণিজ পর্বতমালা পার হয়ে স্পেন থেকে। স্পেনে সুদীর্ঘকালের ধ্রুপদী সাহিত্য ও শিল্পকলার ঐতিহ্যে লালিত, আকর্ষণীয় চরিত্রের এই মনীষী ক্যারোলিঞ্জীয় রাজসভার বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অর্লিয়ঁ (Orleans)-র বিশপ নিযুক্ত হবার পরে ধর্মীয় বহু ব্যাপারে তিনি শার্লমানকে সাহায্য করেন এবং ধর্মতত্ত্বের উপর নিবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। লাতিন ভাষায় কবিতা রচনা ছাড়াও এই বিশপ Vulgate Bible-এর শুদ্ধ পাঠ সম্পাদনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্রাট শার্লমানের মৃত্যুর পরেও স্পেন থেকে একাধিক পণ্ডিত ক্যারোলিঞ্জীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অ্যাগোবার্ড (Agobard) এবং ক্লোদ (Claude)। অ্যাগোবার্ড পরবর্তীকালে লিয়ঁ (Lyons)-র বিশপের পদ অলঙ্কৃত করেন আর ধর্মশাস্ত্রের উপর তিনি যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন সেগুলি মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

সম্রাট শার্লমানের জীবনীকার এইনহার্ড ছিলেন রাজকীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখা 'Vita Karoli' ভাষার রম্যতা এবং বর্ণনাকুশলতার জন্য তাঁকে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। লাতিন সাহিত্যে সুপণ্ডিত সুয়েটোনিয়াস (Suetonius) রচিত 'দ্বাদশ সীজারের জীবনী'র আদর্শেই এইনহার্ড লিখেছিলেন তাঁর কালের 'সীজার' শার্লমানের জীবনেতিহাস। প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী ছিলেন এইনহার্ড। তিনি এবং তাঁর একাধিক সতীর্থ যাজক বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টমর্ধশাস্ত্র অনুশীলনে মগ্ন থেকেও ধ্রুপদী সাহিত্যে অনুরাগী হওয়া যায়। এই সময়কার অপর এক খ্যাতকীর্তি মনীষী ছিলেন সাঁ রোকেয়ার-এর অ্যাবট এঞ্জিলবার্ট। দুই শতাধিক পুথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করে তিনি ভাবীকালের জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে দিয়েছিলেন। আয়ারল্যান্ড থেকে যে সব মনীষী শার্লমানের রাজসভা সমৃদ্ধতর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৈয়াকরণ ক্লিমেন্স স্কোটাস (Clemens Scotus), জ্যোতির্বিদ ডুঙ্গাল (Dungal) এবং ডিকুইল (Dicquil) — যিনি ভূগোল সম্পর্কিত একটি রচনায় সকলকে চমৎকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করে পরবর্তীকালের পাঠককে বিস্ময়মুগ্ধ করে রাখতে না পারলেও নবম শতকের এইসব পণ্ডিতেরা ধ্রুপদী সাহিত্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। আর প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও এঁরাই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অগণিত ছাত্রকে জ্ঞানচর্চার দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখতে। পরবর্তী শতকের বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি এঁদের উদ্যমেরই ফলশ্রুতি।

ধ্রুপদী সাহিত্য সংরক্ষণ ও চর্চার পাশেপাশেই সৃজনশীল সাহিত্য রচনা একটি অনুজ্জ্বল, কুণ্ঠিত প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। ফেরিয়ার-এর অ্যাবট লুপাসকে ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা পেগান সাহিত্যই বেশি আকৃষ্ট করছিল। রাজকীয় বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রও সৃষ্টিধর্মী বহু বিচিত্র সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কালোত্তীর্ণ না হওয়ায় তার অধিকাংশই অবলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানের মাপকাঠিতে স্কট জনের রচনাবলীই মৌলিক এবং রসোত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। তাঁর সর্বোত্তম রচনা 'On the division of nature।' চিন্তার গভীরতায় এবং মৌলিকতায় সে যুগে তিনি ছিলেন অনন্য। ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের দুর্ভাগ্য যে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীর আবির্ভাব ঘটেনি।

প্রকৃত অর্থে শিক্ষাব্রতী, দেশবিদেশের এইসব মানুষকে উপযুক্ত সম্মান জানাতে সম্রাট শার্লমান ছিলেন সদাতৎপর এবং উদারহস্ত। সাম্রাজ্যের বহু অ্যাবি এবং বিশপরিকের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এঁদের উপর। মঠ এবং চার্চ সংলগ্ন অসংখ্য বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই প্রবহমান ছিল ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, গ্রন্থাগার স্থাপনে, প্রাচীন পুথির অনুলিখনে, গীর্জায় উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় এবং উপাসনা সঙ্গীতের মান উন্নয়নে সম্রাটের

প্রচেষ্টা ছিল বিরামহীন। এইসব ছোটবড় কাজে সম্রাটকে পরামর্শ দিতে, পথ দেখাতে এবং উৎসাহ দিতে আলকুইনেরও চেষ্টার অবধি ছিল না। বিদেশী এই পণ্ডিত রাজকীয় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনেই তাঁর কর্মোদ্যম নিঃশেষ করে ফেলেননি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সম্রাটের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা। এমন কি বিভিন্ন প্রয়োজনে সম্রাট যে অসংখ্য অনুশাসন (Capitularies) জারী করেছিলেন তাদের মধ্যেও আলকুইনের চিন্তা ও বুদ্ধির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। এই অনুশাসনগুলির অধিকাংশই শিক্ষা সংক্রান্ত। সাম্রাজ্যের তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ই — মঠ কর্তৃত্বাধীন, ক্যাথিড্রাল-বিদ্যালয় শুধুমাত্র ভাবী যাজকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় বিষয়েই ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলা হতো এবং গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলি সাধারণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিযুক্ত থাকত। কেউ কেউ মনে করেন সমগ্র সাম্রাজ্যে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই ছিল সম্রাটের বাসনা, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। সামগ্রিক বিচারেও আলকুইনের শিক্ষাপ্রসার-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও মধ্যযুগে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দেশের সর্বত্র শিক্ষায় একটি মান পুনঃ প্রতিষ্ঠার এইটাই ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

আলকুইন এবং তাঁর সহযোগী দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যথা সময়ে, তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে অব্যাহত রাখতে সমর্থ হন পরবর্তীকালের শিক্ষাব্রতীগণ। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এইনহার্ড। ৭৭৫ খ্রিঃ মেইন নদীর উপত্যকায় তাঁর জন্ম এবং শিক্ষা ফুল্ডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সম্রাট শার্লমানের মৃত্যুর পর এইনহার্ড সতীর্থ লুই দ্য পায়াসের সচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সেলিজেনস্ট্যাড্ (Seligenstadt)-এর অ্যাবিতে বাস করতে শুরু করেন। ৮২৮ খ্রিঃ সেখানেই রচনা করেন শার্লমানের এক জীবনী। এই যুগের আর এক মনীষী হিন্‌ক্‌মার (Hincmar) জন্মেছিলেন ৮০৬ খ্রিঃ এক অভিজাত পরিবারে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেন্ট ডেনিসের মঠে। প্রথমে লুই দ্য পায়াস এবং পরে চার্লস দ্য বল্ড-এর অধীনে কর্মরত থাকার পর তিনি র‍্যাঁস (Rheims)-এর আর্চবিশপ নিযুক্ত হন। বহু বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাস এবং যাজক-আইন সম্পর্কিত রচনাগুলিই উল্লেখযোগ্য। 'দ্য অ্যানালস' (The Annals) (সেঁ ব্যার্ত্যা (St Bertin)-র অ্যাবিতে পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল) তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ওয়ালাফ্রিড ষ্ট্রাবো (জন্ম ৮০৮ খ্রিঃ) ছিলেন এক সাধারণ পরিবারের সন্তান। তাঁর শিক্ষা রাইখেনাউ (Reichenau) এবং পরে ফুল্ডার র‍্যাবানাসের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি চার্লস দ্য বল্ডের শিক্ষক এবং রাইখেনাউ-এর অ্যাবট পদে বৃত হন। তাঁর খ্যাতি ছিল প্রধানত গীতিকার হিসেবে। ওয়ালাফ্রিড্ ষ্ট্রাবোর সতীর্থ সারভাট লুপ (Servat Loup) ৮৪০ খ্রীঃ (Ferrieres) ফেরিয়ার্স-এর অ্যাবট নিযুক্ত হয়ে নানাভাবে চার্লস দ্য বল্ডের

রাজকার্যে সহায়তা করেন। রোমে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দক্ষতা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। নবম শতাব্দীর একজন অ্যাবটের জীবনের বিচিত্র ঘটনার অতি বিশ্বস্ত একটি ছবি পাওয়া যায় তাঁর লেখা ১২৭টি পত্রে। এই পত্রাবলী এবং মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তাঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের ইতিহাসে তাঁকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন শিক্ষায়তনই আর একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। ফুল্ডা, করবি (Corbie), ফেরিয়ারিস প্রভৃতি মঠ এ সময়ে সুখ্যাত শিক্ষা-নিকেতনে পরিণত হয়েছিল। রাজানুগ্রহ-বঞ্চিত হলেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্রাট শার্লমানের স্বপ্ন সার্থক করার কাজে ব্রতী হয়। শিক্ষিত লিপিকারের সহায়তায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে, গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে জড়িত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের ধারাকে পুষ্ট ও পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের প্রধান বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য তালিকা ছিল দুভাগে বিভক্ত — ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম। ট্রিভিয়ামের অন্তর্গত ছিল ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং ন্যায় শাস্ত্র, আর কোয়াড্রিভিয়ামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছিল যথাক্রমে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সঙ্গীত শাস্ত্র। কিন্তু ব্যাকরণ ছাড়া অন্য বিষয়গুলির পঠন-পাঠনে গভীরতার অভাব ছিল। মান ছিল যে কোনো যুগের মাপ কাঠির বেশ নিচে। প্রায়শই শুধুমাত্র সংজ্ঞা নিরূপণ এবং বহু ব্যবহৃত শব্দাবলীর মর্মার্থ গ্রহণেই শিক্ষাদান পর্ব সীমিত থাকত। সমসাময়িক বাইজানটাইন এবং মুসলমান শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় ক্যারোলিঞ্জীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অর্বাচীন, প্রাথমিক বলে মনে হয়। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর হলেও এই বিদ্যা চর্চার ফলে পশ্চিম ইউরোপে সৃষ্ট হয়েছিল এক শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভবিষ্যতে যাঁদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্র।

সম্রাট শার্লমান এবং আলকুইন সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরাপর দিকগুলি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। সে যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ছিল স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। পুথি নকলনবীশের অসতর্কতায় অতীতের বহু মূল্যবান গ্রন্থই বিকৃত, অব্যবহার্য হয়ে যেত। সেজন্যই Vulgate Bible-এর লাতিন সংস্করণ অথবা আদি আচার্যগণের রচনাবলীর সঠিক অনুলিপি প্রস্তুত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নবম শতাব্দীতে এই কাজটি যথাযথভাবে সাধিত হয়েছিল বলেই দ্বাদশ শতকের রেণেসাঁস সম্ভবপর হয়েছিল। আপাত নীরস এই কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়েই সর্বগ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য, মনোহর এক লিপিমালার (Carolingian minuscule) সৃষ্টি হয়। এই লিপিমালা তুরের সেঁ মার্তা (সেন্ট মার্টিন) ধর্ম প্রতিষ্ঠানে আলকুইন এবং তাঁর শিষ্য ফ্রেডিগাইস-এর অ্যাবটের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। তুর্ থেকে স্বল্পকালের মধ্যে তা সমগ্র ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, অলঙ্কৃত

এবং রঙিন চিত্র-শোভিত এ যুগের পুথিগুলি ছিল একই সঙ্গে নয়নরঞ্জন এবং মূল্যবান। প্রাচীন সাহিত্যের পরম নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত অনুলিপি ছিল এইগুলিই। 'লিন্ডিস্‌ফার্ণ (Lindisfarne) সুসমাচার' পুথিটি অলঙ্করণ পরিপাট্যে এবং চিত্রমালার বর্ণবৈভবে পাঠকের মনোহরণ করে। পরবর্তীকালে ইতালীর মুদ্রাকরদের কাছে এই ক্যারোলিঞ্জীয় মিনসকুল এবং নবম শতাব্দীতে সৃষ্ট এই শোভন সুন্দর পুথিগুলি অদর্শস্বরূপ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

ধ্রুপদী সাহিত্যে নিমগ্ন থাকার ফলে ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁস আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। আপন অন্তরের তাগিদে চারণ কবিরা রচনা করেছিলেন কিছু গাথা অথবা পুরানো গাথাই তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে মুগ্ধ করত গ্রামজনপদের মানুষকে। এইনহার্ড জানিয়েছেন যে সম্রাট সার্লমান এইসব প্রাচীন, কিন্তু আবেদনে অম্লান, গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি বলেই সেগুলির বেশিরভাগই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন জার্মান ভাষায় রচিত কিছু গাথার নিদর্শন পাওয়া যায় 'হিলডিব্রান্ড' নামক গ্রন্থে এবং ৮৮১ খ্রিঃ পশ্চিম ফ্রাঙ্কদের এক যুদ্ধজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রচিত Ludurgslied-এ। নবম শতাব্দীর আঞ্চলিক সাহিত্য-রস আস্বাদনে অভিলাষীদের যেতে হবে সাগর পারে — ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে।

শিল্প ও স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রেও ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের অবদান অনুজ্জ্বল। শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপে তখন দুটি প্রভাব বা ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় — একটি প্রাচীন রোমান-খ্রিস্টান ঐতিহ্য, অপরটি আঞ্চলিক ও অপরিমার্জিত একটি ধারা। এরই সঙ্গে প্রবলতর, পরিণততর একটা প্রভাব বাণিজ্য ও রাজ্য সম্প্রসারণের পথ ধরে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে এসে পৌঁছেছিল। ইতিহাসের পাদপ্রদীপে নবাগত টিউটনিক জাতির মানুষকে প্রেরণা ও তালিম দেওয়ার জন্য গল এবং ইতালীতে নবম শতাব্দীতেও অক্ষতদেহে বিরাজমান ছিল রোমান শিল্পস্থাপত্যের বেশ কিছু নিদর্শন। এই শিল্পরীতির সঙ্গে ফ্রাঙ্করা মিশিয়ে দিয়েছিল তাদের আদিম সারল্য এবং ঋজুতা। সম্রাট শার্লমান এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ অবশ্য প্রসাদময়ী রোম নাগরীকেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক রাজধানীতে। এইনহার্ডের গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, আখেন-এ নির্মিত হয়েছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ-খচিত প্রাসাদ। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সান্ ভিতেল গীর্জার আদর্শে ফ্রাঙ্ক শাসক গড়ে তুলেছিলেন তাঁর রাজপুরীসংলগ্ন উপাসনালয় যার স্তম্ভগুলি আবার থিওডোরিকের প্রাসাদস্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উপাসনা গৃহের মোজাইক শিল্পকার্য পুরোপুরি ইতালীয়-বাইজানটাইন রীতির অনুগামী। ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের অলঙ্করণ শিল্প — (হস্তিদন্তের এবং এনামেলের) টিউটনিক কারু শিল্পীদের উপর প্রাচ্য প্রভাবের ফলশ্রুতি।

সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁস পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে এক নতুন এবং বলিষ্ঠ শিল্পরীতির প্রবর্তন করেছিল। ফ্রাঙ্কদের অনভিজ্ঞতা, এবং Previte Orton যাকে বলেছেন "half barbaric genius", কাল-সম্মানিত এবং অনুকরণযোগ্য শৈল্পিক আদর্শের মোহ পরিত্যাগ করেছিল। প্রথা-সর্বস্বতা নয়, হৃদয়-ঘটিত রচনা স্মরণীয় করে রেখেছে এ যুগের অজ্ঞাত, স্বল্পখ্যাত শিল্পকলার সাধকদের। রুক্ষ, কিছুটা স্থূল এবং পুরুষ ভাস্কর্যের মাধ্যমে ক্যারোলিঞ্জীয় রেণেসাঁসের সঙ্গে যুক্ত 'অর্ধসভ্য' শিল্পী-ভাস্করেরা বল্গাহীন কল্পনা এবং ভীষণ সৌন্দর্যের আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। অধরা মাধুরীকে করায়ত্ত করতে গিয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে তাঁরা রূপ দিয়েছেন তাঁদের অন্তরের টাটকা বন্যতাকে।